Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া মৃধা

রোলঃ 23090120062

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া মৃধা

রোলঃ 23090120062

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া মৃধা, আইডিঃ 23090120062 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সামিয়া মৃধা

আইডিঃ 23090120062

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

অধ্যায় ৩: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা 6

অধ্যায় ৪: বর্তমান মুসলিম সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থা 28

ভূমিকা

بسم الله و الحمدلله
والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد

আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম মানবজাতির সূচনা করেন হযরত আদম (আ.)–কে সৃষ্টি করার মাধ্যমে। মানবসৃষ্টির এই ঘোষণা তিনি পূর্বেই ফেরেশতাদের নিকট প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি বলেন:

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থাৎ, "আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধিকে স্থাপন করতে যাচ্ছি" (সূরা বাকারা ২:৩০)। এই ঘোষণা কেবল একজন মানুষের সৃষ্টি নয়; বরং এমন এক মানবজাতির প্রতিষ্ঠার বার্তা ছিল যারা যুগে যুগে পরস্পরকে উত্তরসূরি হিসেবে পৃথিবীতে দায়িত্ব পালন করবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতি প্রতিষ্ঠা ও প্রজনন কোনোভাবেই এককভাবে পুরুষ দ্বারা সম্ভব ছিল না। তাই আদম (আ.)–এর খেলাফতের দায়িত্ব পালনে হযরত হাওয়া (আ.)–এর ভূমিকা ছিল অপরিহার্য ও স্বভাবতই অনিবার্য।

নারী সৃষ্টির অন্যতম হিকমত হলো মানবসমাজে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার একটি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)–এর শরীর থেকে হাওয়া (আ.)–কে সৃষ্টি করে মানবজীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও মানসিক প্রশান্তির ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ফলে স্বভাবতই নারী-পুরুষ একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা, দয়া, সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

ইসলামী শিক্ষায় নারীকে "নর"-এর জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও পবিত্র উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি ও স্বস্তি অর্জন করে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

অর্থাৎ, "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো—তিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম নারীকে মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান প্রদান করেছে। মানব সভ্যতা গঠন, পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং

সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় নারীকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দান করা ইসলামের মূল নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।

2.1 জাহেলি যুগে নারীর অবস্থান কেমন ছিলো?

আরবের জাহেলি যুগে অমর্যাদা, অবহেলা

,অপমান আর জুলুমের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল নারী ও নারীত্ব। যে সমাজে পুরুষ ও জীবজন্তুর মধস্থলে ছিলোনারীর অবস্থান যুগে নারীরা ছিল অবহেলিত নির্যাতিত, নারীর প্রতি পুরুষের হীন মানসিকতার কারণে। ইসলাম সে মানসিকতারই সংশোধন করেছে।

নারী ছিল পুরুষের কাছে অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মত। ইসলাম নারীকে বানাল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। কন্যা সন্তান জন্ম সেখানে ছিল অভিশাপ আর অপমানের বিষয়। যেন তা মহাপাপ বা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ।

এই প্রসঙ্গে সয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে আয়াত নাজিল করেন:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ l بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে;কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।-সূরা তাকভীর, আয়াত : ৮-৯

ঘোষণা হলো কতই জঘন্য এই কাজ, আল্লাহর চোখে কতই নিন্দিত এই অপরাধ কত হীন মানসিকতা ও কতটা অপমানবোধ হলে মানুষ নিজের ঔরসজাত সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারে! সেখানে তো নারীকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। না নিজের সত্তার ওপর ছিল তার কোনো অধিকার, না সম্পদের উপর; বরং সে নিজেই ছিল সম্পদ;ওয়ারিসসূত্রে যার হাত বদল হত

ইসলাম এল, নারী মুক্তি পেল। ঘোষণা হল, কত নিষ্ঠুর তোমাদের এ কাজ

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন ওই নিষ্পাপ কন্যা সন্তান কে জিজ্ঞাসা করবেন কি অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? আল্লাহ তায়ালা ন্যায় ইনসাফ কারী এবং তিনি জুলুম কারীদের অবশ্যই বিচার করবেন।

আমরা যদি আমাদের মহান গ্রন্থ কুরআনের দিকে দেখি কুরআনে স্পষ্ট আল্লাহ্ বলেছেন কন্যা সন্তান হচ্ছে সুসংবাদ।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ l يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের ‘সুসংবাদ’ দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয়

মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে,নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। (সূরা নাহ্ল,আয়াত : ৫৮-৫৯)
এই আয়াত দ্বারা এইটাই সুস্পষ্ট যে কন্যা সন্তান এর জন্ম এক সুসংবাদ।

আধুনিক জাহেলি যুগে আজোও কিন্তু নারীর জন্ম কে সুসংবাদ নয়, তখন নারীকে পুঁতে ফেলা হতো জন্মের পরে এখন পুঁতে ফেলা হয় জন্মের আগেই (বিজ্ঞানের কল্যানে যখন জানতে পরে আগত শিশু নারী)
নারীর সঙ্গে পুরুষের যতগুলো সম্পর্ক হতে পারে প্রতিটি সম্পর্ককে ইসলাম অনন্য মর্যাদা ও মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে নারীকে শুধু সমমর্যাদা নয়, বরং অগ্রমর্যাদা দান করেছে।
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ থেকে বর্ণিত, যার খোলাছা হলো, কারো ঘরে যদি তিনজন বা দুজন কন্যা বা ভগ্নি থাকে, আর সে তাদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দান করে, তারপর তাদেরকে উত্তম পাত্রে বিবাহ দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) কোন কোন বর্ণনায় আছে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। কোন বর্ণনায় আছে, তাহলে সে আর আমি জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি থাকবো। তারপর তিনি দুই আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে ইশারা করলেন।

জন্মের পরেই যে তাদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হত(যা অত্যন্ত জঘণ্য কাজ) তা নয় বরং সমাজেও এবং পরিবারে জাহেলী যুগে নারীরা ছিল অবহেলিত নির্যাতিত, নারীর প্রতি পুরুষের হীন মানসিকতার কারণে। ইসলাম সে মানসিকতারই সংশোধন করেছে।
নারী ছিল পুরুষের কাছে অন্যান্য ভোগ্য সমগ্রী এর মত।
অথচ ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার মত এক মর্যাদায় অধিষ্টিত করলো ।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :
বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-
হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত
বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল’।[4] তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।
খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ’-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' ‘নারীর কোন আত্মা নেই’।
চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, ‘মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই’।

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' ‘নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস
রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ’ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ’ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। পৃথীবিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এলো রহমত,

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ
আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (২১ঃ০৭)
আল্লাহর রসূল তিনি সারা বিশ্বের জন্য নিয়ে এলেন সবথেকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কারী ধর্ম যা নারীকে দিয়েছে তার সত্য অধীকার ও মর্যাদা এবং নারীদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনলেন আলোর দিকে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেই ধর্মে মহান আল্লাহ তায়ালা নারীদের মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং উচ্চ মাকাম দান করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান

আল্লাহ বলেনঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبا-ً ‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ’তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ’তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ’তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ’তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন’

২.৬ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে ইসলামের পূর্ববর্তী বিভিন্ন সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাহেলি আরব সমাজে নারী ছিল সম্পূর্ণভাবে অবমূল্যায়িত; তাদের সম্মান, অধিকার ও মানবিক মর্যাদা ছিল শূন্যের কোঠায়। একইভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের প্রাচীন ব্যাখ্যাগুলোতেও নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ মনোভাব স্পষ্ট দেখা যায়। হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক প্রথা ও বিধিনিষেধ নারীকে পুরুষের তুলনায় নিম্নস্থানে পরিণত করেছিল।

এছাড়া মিশর, গ্রিস ও রোমের মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলোতেও নারীর অধিকার সীমিত ছিল; অনেক ক্ষেত্রে তারা সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা সামাজিক মর্যাদায় পুরুষের সমকক্ষ ছিল না। অর্থাৎ ইসলামের আগমনের পূর্বে অধিকাংশ সমাজেই নারীকে ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং পুরুষের অধীনস্থ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

এমন একটি বৈষম্যমূলক ও অন্যায্য বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীর জন্য মর্যাদা, অধিকার ও সমতার ন্যায়পরায়ণ ধারণা উপস্থাপন করে—যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় ৩: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান

প্রথম কথা এই যে, মৌলিক মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

বিকৃত ইহুদিধর্ম ও খৃস্টধর্ম যেখানে আদমের বিচ্যুতির জন্য হাওয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে ইসলাম সেখানে আদম ও হাওয়া দুজনকে ভুল ও ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ক্ষেত্রে অভিন্ন সাব্যস্ত করেছে। ইরাশাদ হয়েছে-

فأزلهما الشيطن عنها

শয়তান উভয়কে তা থেকে বিচ্যুত করেছে। (সূরা বাকারা : ৩৬)

ভুল শোধরানো সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا

তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। (সূরা আরাফ : ২৩)

তবে যেহেতু পরিচালক হিসাবে আদমের দায়িত্ব ছিলো বেশী সেহেতু এককভাবে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে-

فنسى ولم نجد له عزما

সে ভুলে গিয়েছিল। আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (সূরা ত্বহা : ১১৫)

নারী ও পুরুষের মৌলিকভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে-

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن

এবং নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। তবে তাদের উপর পুরুষদের এক পর্যায়ের প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা : ২২৮)

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ

কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

পুরুষের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করা এবং নারীর জীবনে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা। কারণ কোন নারী যদি তার পরিবারে লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হয়; তার জীবনে যদি অশান্তি থাকে তাহলে সে পুরুষের জন্য সুখ-শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম কিছুতেই হতে পারবে না।

যেখানে ইসলাম আসার পূর্বে নারীদেরকে ঘরে রাখতে চাইতেন না সেইখানেই আমাদের রব "নিসা " নামে তার পবিত্র কালামে একটি সম্পূর্ণ সুরাহ নাযিল করলেন। সুরা নিসা।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-ً

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ً

'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' (বাক্বারাহ ২২৮)।

3.2 বিবাহর মাধ্যমে নারীকে অধীকার ও মর্যাদা দান

জাহেলি যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনো অধীকার দেয়া হতো না। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অধিকার ছিলো না। পরিবারের প্রধান পুরুষ যে স্বামী নির্বাচন করতো তাকেই গ্রহণ করতে নারী বাধ্য ছিলো।

তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিলো।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে।

যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْن ‘হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,
عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُت-
আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।[9]

ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপোটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কে স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে
এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,
فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-
‘তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' (নিসা ৩)।
স্ত্রী হিসেবে নারীর অধীকার এবং মর্যাদার বিষয়ে হাদিসে এসেছে একজন পুরুষ ভালো হওয়ার জন্য তার স্ত্রীর মত টাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবথেকে প্রাধান্য পায়।
এই বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ و عاشروهن بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيرا كثيرا
তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই যে তার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের জন্য সর্বোত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৪২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬২)

استوصوا بالنساء خيرا

আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ করো। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬৩)

উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কেমন ছিলো তার বিশদ বিবরণ সীরাতের কিতাবে রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আয়াত নাযিল করলেন

و عاشروهن بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

আর তোমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসবাস করো সদাচারের সাথে। আর যদি (কোন কারণে) তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে হতে পারে যে, তোমরা এমন কোন কিছুকে অপছন্দ করলে, আর আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ রেখে দিলেন। (সূরা নিসা : ১৯)

এখানে আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীর মানুষিক শান্তি রক্ষা করার কথা স্বামীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে সৎ আচরন দ্বারা , কারণ নারীরা কমল

এ বিষয়টি হাদীছ শরীফে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন, ‘কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে যেন সম্পূর্ণ অপছন্দ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৯৭৯)

এক হাদীছে আছে-

لا تكرهوا البنات, فإنهن المؤنسات الغاليات

তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গতা পোষণকারী মূল্যবান সম্পদ। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬)

যে কোন পরিবারে আপনি পিতা-মাতার প্রতি কন্যাসন্তানের অনুভব-অনুভূতি এবং সেই তুলনায় পুত্রসন্তানের অনুভব-অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, অবশ্যই আপনার বুঝে আসবে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন কন্যসন্তানদের সম্পর্কে একথা বলেছেন!

حبب إلي من دنياكم الطيب و النساء و جعلت قرة عيني في الصلوة

তোমাদের দুনিয়াতে সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২২৩৩)

একসফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, আনজাশা নামে এক ছাহাবী উট দ্রুত হাঁকিয়ে নিচ্ছেন। ঐ উটের আরোহী ছিলো নারী। তখন তিনি ছাহাবীকে ধীরগতিতে ও কোমলভাবে উটচালনা করার আদেশ দিয়ে বললেন-

رويدك يا أنجشة, رفقا بالقوارير

ধীরে হে আনজাশা! কাচের পাত্রগুলোর প্রতি কোমল হও। (বুখারী ও মুসলিম)

নারীকে কাচের পাত্রের সঙ্গে উপমা প্রদান করা কত যে প্রজ্ঞাপূর্ণ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই একটি উপমা দ্বারাই উম্মতকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি কত কোমল এবং তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষকে কত সতর্ক, সাবধানী ও কোমল হতে হবে।

বর্তমান সমাজে যদি সংসার সুখের বানাতে চাই তাহলে পুরুষরা যদি নারীদেরকে তাদের হক্ব আদায় করেন এবং রাসূলের দেয়া উপদেশ এবং আল্লাহর ভয় নিয়ে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরন করেন তখনই সংসার হবে জান্নাতি সুখ।

3.5 মা হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়েছেন সবথেকে উর্দ্ধে রয়েছে-

গভীর ভাবে তাকালে দেখা যায় একজন আদর্শবান নারীজাতিই পারে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আলোকিত ও সুখময় পরিবার সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে।

প্রথম সম্পর্ক হলো মা হিসাবে। তো ইসলাম ও তার নবীর কাছে মায়ের যে মর্যাদা তা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সভ্যতা এমনকি আধুনিক সভ্যতাও কল্পনা করতে পারেনি। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها

‘আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের আদেশ করেছি। (কারণ) তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে।’ (সূরা আহকাফ : ১৫)

প্রথম সম্পর্ক হলো মা হিসাবে। তো ইসলাম ও তার নবীর কাছে মায়ের যে মর্যাদা তা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সভ্যতা এমনকি আধুনিক সভ্যতাও কল্পনা করতে পারেনি। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

আমরা সবাই এই বিখ্যাত হাদিসটি শুনেছি এবং এর দ্বারা উপলব্ধি করতে মায়েদেরকে সবথেকে হকদার এর মর্যাদা দিয়েছেন।

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৭১)

নারীরা মূলত চারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্ব পালন করে থাকে। সেগুলো হচ্ছেঃ

- সন্তান ধারণ
- সন্তান প্রতিপালন
- স্বামীপৃতি
- সর্বদা গৃহে অবস্থান

1. গর্ভধারণঃ প্রথমত সুক্ষ্ম দৃষ্টি তে তাকালে দেখা যাবে,গর্ভধারণের মাধ্যমে নারীরা সমাজ সুরক্ষা করে থাকে। কেননা তারা গর্ভধারণ না করলে ধীরে ধীরে সমাজ মানবশূন্য হয়ে বিরান হয়ে যাবে। পশ্চিমা বিশ্বে র কিছু দেশে ক্রমহ্রাসমান জন্মহার এর চাক্ষুষ প্রমাণ। তাদের নারীরা সঠিক হারে গর্ভধারণ না করার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আজ মারাত্মক হুমকির মুখেপড়েছে। গর্ভধারণের মাধ্যমে নারীরা এভাবে মানুষসমাজ সুরক্ষা করে থাকে।

গর্ভঅবস্থায় আল্লাহ নারীদেরকে যেই সওয়াব ও মর্যাদা দান করেছেন তা নিম্নে সংক্ষিপ্তরূপ উল্লেখ করছিঃ

মাতৃত্ব নারীর অহংকার। একজন নারী গর্ভধারণ ও প্রসবের সময় জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলো পার করেন; নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মাতৃত্বের কষ্টের বিনিময়ে তাঁর জন্য বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন-হাদিসে মাতৃত্বের অনন্য মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

একজন নারী গর্ভধারণ ও প্রসবের সময় জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলো পার করেন; নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মাতৃত্বের কষ্টের বিনিময়ে তাঁর জন্য বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন-হাদিসে মাতৃত্বের অনন্য মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব নিশ্চিতভাবেই একটি কঠিন কাজ। তবে একজন নারী যখন শিশুর জন্ম দেন, তখন একবার সন্তানের ফুটফুটে নিষ্পাপ চেহারার দিকে তাকালেই অতীতের সব কষ্ট-বেদনা মুহূর্তেই ভুলে যান। তাই এই মধুর যন্ত্রণা থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ নারীই বঞ্চিত হতে চান না। কারণ, মাতৃত্বের মাধ্যমেই একজন নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা লাভ করে। এটি নারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ আশীর্বাদ। এর মাধ্যমে আল্লাহ নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। মায়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে রাসুল (স.) বলেছেন, ‘মায়েদের পদতলেই সন্তানদের জান্নাত।’ (নাসায়ি, হাদিস: ৩১০৪)

সন্তান গর্ভে ধারণ করা এবং প্রসবের কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করা সন্তানের প্রতি মায়ের বিরাট অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া সন্তান কখনোই সুসন্তান হতে পারে না। মা-বাবার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ যে আয়াতগুলো নাজিল করেছেন, তাতে বিশেষভাবে মায়ের এই অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আর আমরা মানুষকে তার মা-বাবার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।

মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেন, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই কাছেই তো ফিরতে হবে।' (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৪) আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন—গর্ভধারণ, জন্মদান, দুধপান ও বাচ্চা লাললপালন করতে গিয়ে একজন মা অসামান্য শারীরিক পরিশ্রম, কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা বরদাশত করেন।

একইভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মা-বাবার প্রতি সদয় আচরণের। তার মা নিদারুণ কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে তাকে প্রসব করেন। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং দুধপান ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে যায়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে আর আমার মা-বাবাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান করুন...।' (সুরা আহকাফ, আয়াত: ১৫)

একজন গর্ভবতী নারী শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন, নানা রকম সমস্যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৯ মাস সময় পার করেন—এসব কষ্টের বিনিময় আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁকে দান করবেন। কোনো মুসলিমের গায়ে একটি ছোট কাঁটা বিঁধে ব্যথা পেলেও আল্লাহ তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করে দেন। সেই তুলনায় সন্তান গর্ভধারণ ও প্রসবযন্ত্রণা অনেক বেশি কষ্টের কাজ; নিশ্চয়ই তার বিনিময়ও হবে বহু গুণ বেশি। এমনকি এক হাদিসে এসেছে, 'যে নারী গর্ভাবস্থায় মারা যান, তিনি শহীদ।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৩১১১)

2.সন্তান প্রতিপালনঃ সন্তানপ্রতিপালনের মাধ্যমেও তারা এ সুরক্ষা-কর্ম আনজাম দিয়ে থাকে। কেননা সন্তান প্রতিপালন না করলে ভূমিষ্ঠ সন্তান যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে তা বলাইবাহুল্য। যাবতীয় বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে সুরক্ষার জন্য নারীরা সন্তান প্রতিপালন করে থাকেন।

মা-বাবার জন্য দোয়া শিখিয়ে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।' (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত, ২৪)

আরও বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৩৬)।

হাদিস শরিফে এসেছে—একদা জুমার দিনে রাসুল (সা.) মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! তার পর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! এরপর খুতবা দিলেন ও নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আজ যা দেখলাম তা এর আগে কখনো দেখিনি (আপনি একেক ধাপে পা রেখে আমিন, আমিন, আমিন, বললেন); এটা কি কোনো নতুন নিয়ম নাকি?'নবী করিম (সা.) বললেন: না, এটা নতুন কোনো নিয়ম নয়; বরং আমি মিম্বরে ওঠার সময় হজরত জিবরাইল (আ.) এলেন, আমি যখন মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল (আ.) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি রাসুল (সা.) সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (তা-ই হোক)। আমি যখন মিম্বরের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা রমজান পেল কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! আমি যখন মিম্বরের তৃতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আপনার পবিত্র নাম মোবারক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনল, কিন্তু দরুদ (নবীজির প্রতি শুভকামনা) শরিফ পাঠ করল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! নবজাতক হজরত ঈসা (আ.)-এর মুখে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ভাষা ফুটিয়ে দিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব (আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল) দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) আমাকে নবী করেছেন। আর আমাকে বরকতময় করা হয়েছে আমি যেখানেই থাকব; আর আমাকে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সালাত ও জাকাত বিষয়ে, যত দিন আমি জীবিত থাকব।' হজরত ঈসা (আ.) আরও বলেন, 'আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি (অনুগত ও বাধ্য থাকি); আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য।' (সুরা মারিয়াম, আয়াত: ৩০-৩২)।

3.স্বামীপ্রীতিঃ নারীরা স্বামীপ্রীতির দায়িত্ব পালন না করলে পুরুষজাতি মারাত্মক মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি একারণে তারা আত্মহত্যাও করে বসতে পারে। স্বামীপ্রীতির মাধ্যমে নারীরা পুরুষদেরকে এ মারাত্মক বিপদের হাত থেকে সুরক্ষা করে থাকেন।

সর্বদা গৃহে অবস্থানঃ প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া ছাড়া বাকি সময় নারীরা ঘরে অবস্থান করার মাধ্যমে সুরক্ষা - কর্ম আনজাম দিয়ে থাকে। কেননা তারা ঘর ছেড়ে সামাজিক কর্মক্ষেত্রে বের হলে যেমন পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়বে তেমনিভাবে নৈতিকভাবেও সমাজ চরম অবক্ষয়ের শিকার হবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রিক, রোমানসভ্যতা এবং অধুনা ধ্বংসপ্রায় পশ্চিমা সভ্যতর পতন ট্রাজেডি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। নারীরা ঘরে অবস্থান করে মূলত আমাদের সমাজ সুরক্ষার এ মহৎ কাজ আনজাম দিচ্ছে।

3.6 মোহর প্রদানের মাধ্যমে ইসলামে নারীর অধিকার

মোহর মূলত একটি সম্মানী (ঐড়হড়ৎধৎরঁস) যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিয়ে থাকে, যার মূল উদ্দেশ্যই হল নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া।এইটা নারীদের একটি হক্ব
ইসলাম এই বিধানটা শুধু মাত্র নারীকেই দিয়েছে। এটা নারীর মূল্য নয় যে, তা পরিশোধ করলেই মনে করা যাবে, নারী নিজেকে স্বামীর হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। তেমনি এ শুধু কথার কথাও নয়, যা শুধু ধার্য করা হয়, পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা থাকে নয়; বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হল যখন কোনো পুরুষ স্ত্রীকে ঘরে আনবে তখন তাকে মর্যাদার সাথে আনবে এবং এমন কিছু উপহার দিবে, যা তাকে সম্মানিত করে। এজন্য শরীয়তের তাকাযা হচ্ছে মোহর এত অল্পও নির্ধারণ না করা, যাতে মর্যাদার কোনো ইঙ্গিত থাকে না। আবার এত অধিকও নির্ধারণ না করা, যা পরিশোধ করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যথায় হয়তো মোহর আদায় না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, নতুবা জীবনের অন্তিম মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে মাফ চাইতে বাধ্য হবে।

বিয়েতে মোহর অপরিহার্য

واحل لكما ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما

উল্লিখিত নারীরা ছাড়া অন্যদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, যে স্বীয় সম্পদ দ্বারা প্রয়াসী হবে তাদের সাথে বিবাহবন্ধনে, ব্যভিচারে নয়। অতএব তাদের নিকট থেকে তোমরা যে আনন্দ উপভোগ করেছ (সে কারণে) তাদের ধার্যকৃত মোহর তাদেরকে প্রদান করবে। আর মোহর নির্ধারিত থাকার পরও কোনো বিষয়ে পরস্পর সম্মত হলে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।-সূরা নিসা : ২৪

মোহর যদিও একটি মধুর লেনদেন এবং ঐভাবেই তা আদায় করা উচিত, তবে তা নিছক উপহার নয় যে, ইচ্ছা হলে দেওয়া যায়, ইচ্ছে হলে বিরত থাকা যায়; বরং তা হল স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। স্ত্রী যেমন প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নিজেকে অর্পণ করেছে, স্বামীরও কর্তব্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার মোহর আদায় করা।

খুশি মনে মোহর আদায় করঃ

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوا هنيئا مرئيا

এবং তোমরা নারীদেরকে দাও তাদের মোহর খুশিমনে। এরপর তারা যদি স্বেচ্ছায় স্বাগ্রহে ছেড়ে দেয় কিছু অংশ তোমাদের জন্য তাহলে তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।-সূরা নিসা :

এই আয়াতের প্রধান কয়েকটি শিক্ষা ও বিধান এই :

১. মোহর আদায় করা ফরয। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মোহর আদায়ের আদেশ করেছেন।

২. মোহর সম্পূর্ণরূপে নারীর প্রাপ্য। তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া অন্য কারো তাতে হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। সুতরাং স্বামী যেমন স্ত্রীকে মোহর থেকে বঞ্চিত করতে, কিংবা পরিশোধ করার পর ফেরত নিতে পারে না তেমনি পিতা-মাতা, ভাইবোন বা অন্য কেউ নিজ কন্যার, বোনের বা আত্মীয়ার মোহর তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া নিতে পারে না। নিলে তা হবে কুরআনের ভাষায় 'আক্ল বিল বাতিল' তথা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা।

৩. মুমিনের কর্তব্য খুশিমনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্ত্রীর মোহর আদায় করা। কারো অনুরোধ-উপরোধ বা জোর-জবরদস্তির অপেক্ষায় থাকা কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী ও অতি নিন্দনীয় প্রবণতা।

৪. স্ত্রী যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় কিংবা গ্রহণ করার পর স্বামীকে উপহার দেয় তাহলে স্বামী তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে।

৫. পূর্ণ মোহর ছেড়ে দেওয়ার বা পূর্ণ মোহর স্বামীকে উপহার দেওয়ারও অধিকার স্ত্রীর রয়েছে, তবে সাধারণ অবস্থায় পূর্ণ মোহর না দিয়ে কিছু অংশ দেওয়াই ভালো।

৬. স্বামী যদি চাপ দিয়ে বা কৌশলে পূর্ণ মোহর বা কিছু অংশ মাফ করিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহর বিচারে তা মাফ হবে না।
(দেখুন : আহকামুল কুরআন, জাসসাস ২/৫৭-৫৮; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৪৪২; বয়ানুল কুরআন ২/৯৩; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ১০০)
আল্লাহ নারীদের নিরাপত্তা দিয়েছেন মোহর এর মাধ্যমে এবং স্বামী দেরকে মোহর দেয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন

কুরআন মজীদে মোহর : বিধান ও শিক্ষা
ইসলামের যে বিধানগুলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বারবার বিভিন্ন আয়াতে বয়ান করেছেন তার অপরিহার্যতা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণে সেসব বিধান সমাজের চোখে গুরুত্বহীন হয়ে গেলেও আল্লাহর কাছে তা গুরুত্বহীন নয়।
ঐসব বিধানের অন্যতম হচ্ছে নারীর মোহর। কত প্রসঙ্গে কতভাবে যে আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ এই বিধানটি বয়ান করেছেন! বিবাহ-বন্ধনের প্রসঙ্গে, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রসেঙ্গ, ঈমানদার ব্যক্তি ও সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে, জাহেলী-সমাজের বর্বরতা রোধ প্রসঙ্গে মোটকথা অনেকভাবে অনেক জায়গায় মোহরের বিধান বর্ণনা করেছেন। তাই কুরআন মজীদে যেমন আছে এর আইন ও বিধানগত দিক তেমনি আছে নৈতিক ও মানবিক দিক, যা মুমিনের চিন্তা ও মস্তিষ্কের পাশাপাশি আলোড়িত করে তার কলব ও হৃদয়কেও। এই সকল কিছুর সাথে মুমিন নর-নারীকে স্মরণ করানো হয়েছে আল্লাহর আদালত ও বিচার-দিবসের অমোঘ সত্যের কথা। তাই একমাত্র কুরআনই পারে নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং সঠিক পথের দিশা দিতে যদি তারা সমর্পিত হয় কুরআনের বিধান ও শিক্ষার প্রতি।

কাকে বলে তাকওয়া

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ পাবে সম্পদ ও সামগ্রী নিয়মানুযায়ী, যা (প্রদান করা) খোদাভীরু পুরুষের দায়িত্ব।-সূরা বাকারা (২) : ২৪১
আরবীতে متاع অর্থ ما يتمتع به
অর্থাৎ যা কিছু মানুষ ভোগ-ব্যবহার করে। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে নারী যা কিছু পায়, যেমন মোহর, খোরপোষ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু সামগ্রী বা জামা-কাপড় ইত্যাদি সবকিছুই এতে শামিল হতে পারে।

মীরাছে নারীর হিস্যা ও ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধান

একমাত্র ইসলামই নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। কারণ ইসলাম মানবরচিত কোনো জীবন-ব্যবস্থা নয়; বরং আল্লাহ রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত। আল্লাহ তাআলা সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মীরাছের বিধান, যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধান ও নীতি।

মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে জীবিত আত্মীয়দের কার হিস্যা কতটুকু তা কুরআন মজীদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং তা অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন। এতে পুরুষের হিস্যা যেমন আছে তেমনি আছে নারীর হিস্যা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا.

অর্থ : পিতা-মাতা এবং নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ।-সূরা নিসা : ৭

পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন:

সমান অধিকারের দাবিদার রা বারবারই ইসলামের উপর আপত্তি তোলে যে, ইসলামে মৃতের সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। কন্যাসন্তানকে পুত্রসন্তানের অর্ধেক প্রদান করে নারীর প্রতি জুলুম করা হয়েছে. অথচ সন্তান হিসেবে উভয়ে সমান অংশ পাওয়ার হকদার।

ইসলাম কী আসলেই এই ক্ষেত্রে নারীর প্রতি জুলুম করেছে?

নারীরা কী আসলেই বৈষম্যের শিকার? সামনে আমরা এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব। তাহলে তাহলে আমাদের জন্য বুঝা সহজ হবে। সেসব সভ্যতায় নারীর অবস্থান কোথায় ছিলো আর ইসলাম তাকে কোথায় অধিষ্ঠিত করেছে। প্রথমে আমরা আলোচনা করবো

- গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় পৈতৃক সম্পত্তির বণ্টনের দৃষ্টিভঙ্গি।
- জাহেলি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি।
- সবশেষে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

২.৪ গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টনের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় নারীকে প্রায়শই পুরুষের অধীনস্ত ও সম্পত্তিতে সীমিত অধিকারশীল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পৈতৃক সম্পত্তি মূলত পুরুষদের মধ্যে হস্তান্তরিত হতো, এবং নারীদের উত্তরাধিকার পাওয়ার সুযোগ ছিল খুব সীমিত।

গ্রিসে, স্ত্রী ও কন্যাদের প্রায়শই পিতৃপরিবারের সম্পত্তিতে সরাসরি অধিকার থাকত না। রোমান আইনেও নারীর অংশ সীমিত; তিনি পুরুষ অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারতেন না। বিশেষভাবে, নারীর সম্পত্তি সাধারণত স্বামী বা পিতার নিয়ন্ত্রণে থাকত। ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর জন্য সীমিত ছিল এবং তিনি সামাজিক ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব রাখতে পারতেন না।

এই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর আইন ও সামাজিক ব্যবস্থা দেখায় যে, নারীর অর্থনৈতিক মর্যাদা ও স্বতন্ত্র অধিকার খুবই সীমিত ছিল, যা ইসলামের আগমনের আগে নারীর অবস্থার একটি সাধারণ চিত্র প্রতিফলিত করে।

২.৫ জাহেলি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

জাহেলি আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল আরও কষ্টদায়ক। নারীকে প্রায়শই সম্পূর্ণভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করা হতো। তাদের উত্তরাধিকার দেওয়া হতো না, সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যও নারীকে কেবল "উপকরণ" হিসেবে ধরা হতো।

৩.৮ সম্পত্তি বণ্টনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীর

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার পাওয়ার স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেছে—যা বহু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। কোরআনের নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ নারীর অংশকে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে, ফলে নারী কখনোই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। এটি নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক বিপ্লবাত্মক আইন।

ইসলামে নারীর অংশ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অংশের তুলনায় কম হলেও এর পেছনে রয়েছে সুস্পষ্ট ন্যায়ভিত্তিক কাঠামো। ইসলামী শরিয়তে নারীর উপর কোনো আর্থিক দায়িত্ব আরোপ করা হয়নি—

- নারী ভরণপোষণ দেবেন না,
- সংসারের খরচ দেবেন না,
- সন্তান লালনপালনের খরচ বহন করবেন না,
- মোহর দিতে হবে না,

- পরিবার চালানোর দায়িত্বও নারীর ওপর নয়।

অপরদিকে পুরুষের ওপর স্ত্রী, মা, সন্তান ও পরিবারের সকল সদস্যের সম্পূর্ণ ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত। ফলে নারী উত্তরাধিকার পেলে তা সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে থাকে এবং তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন—যা নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্যতম ভিত্তি।

নারীর অংশ কম মনে হওয়ার পেছনে ইসলামের যুক্তি

অনেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়—যেমন ভাই-বোনের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটি কোনোভাবেই বৈষম্য নয়; বরং দায়িত্বের ভারসাম্য।

- নারী যা পায়—সবই তার নিজের

- পুরুষ যা পায়—তার থেকে অনেকাংশই পরিবারের জন্য ব্যয় বাধ্যতামূলক

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে নারী প্রকৃত অর্থে আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রেই এগিয়ে।

বর্তমান যুগে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে যে আপত্তি ওঠে

1. সমান অংশ না পাওয়ার আপত্তি

   আধুনিক সমাজে নারী উপার্জনকারী হওয়ায় অনেকে বলেন, নারী এখন অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়—তাই অংশ সমান হওয়া উচিত। কিন্তু ইসলামী আইন দায়িত্বের ভিত্তিতে তৈরি; নারী উপার্জন করলেও তার উপর কোনো পারিবারিক অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা আসে না। ফলে নারী–পুরুষের দায়িত্ব সমান না হওয়ায় অংশও সমান হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

2. প্রকৃত আইন অজ্ঞতার কারণে নারী বঞ্চিত হওয়া

   অনেক সমাজে উত্তরাধিকার দিতে পরিবার অনীহা দেখায়—এটিই নারীর প্রধান সমস্যা। কিন্তু এই অবিচার ইসলামের নয়; বরং সামাজিক কুসংস্কারের ফল। ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার পাওয়াকে ফরজ করেছে।

3. আধুনিক মূল্যবোধের ভুল তুলনা

পশ্চিমা আইনব্যবস্থার "numerical equality"—সমান সংখ্যায় ভাগ—এখন মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ইসলামের ন্যায়-ভিত্তিক ভাগকে অনেকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করেন। ইসলাম সংখ্যায় সমান নয়, ন্যায়সংগত সমতা ও বাস্তব দায়িত্ব-কে গুরুত্ব দেয়।

নারীর আর্থিক অধিকার রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম নারীর:

- মোহর পাওয়ার অধিকার,
- উত্তরাধিকার অধিকার,
- স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার,
- কাজ করে উপার্জন করার অধিকার,
- উপার্জিত সম্পদ নিজের জন্য রাখার অধিকার

এগুলোকে একই কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করেছে।

সার্বিক মূল্যায়ন

সম্পত্তি বণ্টনে ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে নীতি প্রণয়ন করেছে। আধুনিক যুগে যে প্রশ্ন বা আপত্তি তোলা হয়, তার অধিকাংশই ইসলামী বিধান সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা অথবা সামাজিক ভুল প্রয়োগের ফল। যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা নারীর জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক এবং আর্থিকভাবে সুরক্ষিত কাঠামো তৈরি করে।

৩.৮ সম্পত্তি বণ্টনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীর

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার পাওয়ার স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেছে—যা বহু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। কোরআনের নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ নারীর অংশকে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে, ফলে নারী কখনোই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। এটি নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক বিপ্লবাত্মক আইন।

ইসলামে নারীর অংশ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অংশের তুলনায় কম হলেও এর পেছনে রয়েছে সুস্পষ্ট ন্যায়ভিত্তিক কাঠামো। ইসলামী শরিয়তে নারীর উপর কোনো আর্থিক দায়িত্ব আরোপ করা হয়নি—

- নারী ভরণপোষণ দেবেন না,
- সংসারের খরচ দেবেন না,
- সন্তান লালনপালনের খরচ বহন করবেন না,
- মোহর দিতে হবে না,
- পরিবার চালানোর দায়িত্বও নারীর ওপর নয়।

অপরদিকে পুরুষের ওপর স্ত্রী, মা, সন্তান ও পরিবারের সকল সদস্যের সম্পূর্ণ ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত। ফলে নারী উত্তরাধিকার পেলে তা সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে থাকে এবং তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন—যা নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্যতম ভিত্তি।

নারীর অংশ কম মনে হওয়ার পেছনে ইসলামের যুক্তি

অনেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়—যেমন ভাই-বোনের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটি কোনোভাবেই বৈষম্য নয়; বরং দায়িত্বের ভারসাম্য।

- নারী যা পায়—সবই তার নিজের
- পুরুষ যা পায়—তার থেকে অনেকাংশই পরিবারের জন্য ব্যয় বাধ্যতামূলক

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে নারী প্রকৃত অর্থে আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রেই এগিয়ে।

বর্তমান যুগে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে যে আপত্তি ওঠে

4. সমান অংশ না পাওয়ার আপত্তি

> আধুনিক সমাজে নারী উপার্জনকারী হওয়ায় অনেকে বলেন, নারী এখন অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়—তাই অংশ সমান হওয়া উচিত। কিন্তু ইসলামী আইন দায়িত্বের ভিত্তিতে তৈরি; নারী উপার্জন করলেও তার উপর কোনো পারিবারিক

অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা আসে না। ফলে নারী–পুরুষের দায়িত্ব সমান না হওয়ায় অংশও সমান হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

5. প্রকৃত আইন অজ্ঞতার কারণে নারী বঞ্চিত হওয়া

অনেক সমাজে উত্তরাধিকার দিতে পরিবার অনীহা দেখায়—এটিই নারীর প্রধান সমস্যা। কিন্তু এই অবিচার ইসলামের নয়; বরং সামাজিক কুসংস্কারের ফল। ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার পাওয়াকে ফরজ করেছে।

6. আধুনিক মূল্যবোধের ভুল তুলনা

পশ্চিমা আইনব্যবস্থার "numerical equality"—সমান সংখ্যায় ভাগ—এখন মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ইসলামের ন্যায়-ভিত্তিক ভাগকে অনেকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করেন। ইসলাম সংখ্যায় সমান নয়, ন্যায়সংগত সমতা ও বাস্তব দায়িত্ব–কে গুরুত্ব দেয়।

নারীর আর্থিক অধিকার রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম নারীর:

- মোহর পাওয়ার অধিকার,
- উত্তরাধিকার অধিকার,
- স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার,
- কাজ করে উপার্জন করার অধিকার,
- উপার্জিত সম্পদ নিজের জন্য রাখার অধিকার

এগুলোকে একই কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করেছে।

সার্বিক মূল্যায়ন

সম্পত্তি বণ্টনে ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে নীতি প্রণয়ন করেছে। আধুনিক যুগে যে প্রশ্ন বা আপত্তি তোলা হয়, তার অধিকাংশই ইসলামী বিধান সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা অথবা সামাজিক ভুল প্রয়োগের ফল। যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা নারীর জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক এবং আর্থিকভাবে সুরক্ষিত কাঠামো তৈরি করে।

৩.৯ নারীর পর্দা: ইসলামী প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা

J

৩.৯.২ হিজাবের প্রয়োজনীয়তা

1. সামাজিক নিরাপত্তা: হিজাব নারীর প্রতি অযাচিত নজর রক্ষা করে।

2. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুরক্ষা: হিজাব নারীর আত্মসম্মান রক্ষা করে এবং নৈতিকভাবে সংযমী হতে সাহায্য করে।

3. পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক ভারসাম্য: হিজাব নারীর আচরণ ও পোশাকের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে সম্মান বজায় রাখে।

৩.৯.৩ সাধারণ ভুল ধারণা

1. স্বাধীনতা কমে যায়: কেউ মনে করেন হিজাব নারীর স্বাধীনতা কমিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, হিজাব নারীর মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

2. শুধু ধর্মীয় নির্দেশ: হিজাব শুধু আল্লাহর আদেশ মানা নয়; এটি নারীকে সামাজিক ও নৈতিক সুরক্ষা দেয়।

3. আধুনিক সমাজে প্রয়োজন নেই: আধুনিক যুগে হিজাবের প্রয়োজন নেই বলে মনে করা ভুল; নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৯.৪ সারসংক্ষেপ

ইসলামের দৃষ্টিতে হিজাব নারীর জন্য সম্মান, নিরাপত্তা এবং আত্মসম্মান রক্ষার এক নৈতিক ব্যবস্থা। এটি তাকে সামাজিক ও নৈতিকভাবে সুরক্ষিত রাখে এবং তাকে সম্মানিত করে। হিজাব বাধ্যতামূলক বিধি নয়, বরং নারীর স্বীকৃত অধিকার ও মর্যাদার প্রতীক।

৩.৯. আধুনিক সমালোচনা: ফেমিনিস্টদের দৃষ্টিকোণ

আজকাল কিছু ফেমিনিস্ট এবং সমসাময়িক গবেষক নারীর হিজাব বা পর্দা নিয়ে সমালোচনা করেন। তাদের মূল বক্তব্যগুলো হলো:

1. স্বাধীনতা কমে যায়:

   ফেমিনিস্টরা মনে করেন, হিজাব নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত করে। তারা বলেন, নারীর উচিত নিজের ইচ্ছা মতো পোশাক বেছে নেওয়া।

2. লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতীক হতে পারে:

   অনেকেই মনে করেন, হিজাব নারীর সামাজিক মর্যাদা হ্রাস করে এবং তাকে ‘বাধ্যতামূলক নিয়মের’ মধ্যে রাখে।

3. শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে:

   কিছু সমালোচক বলেন, হিজাব নারীর শিক্ষালাভ বা কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ

ইসলাম এই সমালোচনার ব্যাখ্যা দেয়:

- হিজাব নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এটি তার স্বাধীনতা হ্রাস করে না, বরং আত্মসম্মান বাড়ায়।

- শিক্ষা ও কাজের অধিকার বজায় থাকে। কোরআন ও হাদিসে নারীর শিক্ষা ও উপার্জনের অধিকার স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।

- সামাজিক ও নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। হিজাব নারীর নিরাপত্তা এবং সমাজে সম্মান রক্ষা করে।

- ফেমিনিস্টদের অভিযোগের অনেকটাই ভুল বোঝা বা আধুনিক সমাজের অভ্যাসের সঙ্গে ইসলামের তুলনা করার কারণে।

৩.১০ নারীর জন্য ইসলামের শিক্ষার অপরিহার্যতা

ইসলামে নারীর শিক্ষা গ্রহণকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষিত নারী কেবল নিজে নয়, পরিবার ও সমাজের জন্যও উপকারী হয়।

৩.১০.১ কোরআন ও হাদিসে শিক্ষা

1. আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে বলেছেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق 96:1)

অর্থাৎ: "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

2. নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

অর্থাৎ: "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ।"

এখানে মুসলিম বলতে নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।

ইলমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার

যদি চাই, আমি এখনই ৩.৯.৪ ফেমিনিস্টদের সমালোচনার অংশও সহজ ভাষায় একসাথে সাজিয়ে দিতে পারি, যাতে পুরো ৩.৯ অধ্যায় সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পূর্ণ।

علمها و أحسن تعليمها, و أدبها فأحسن تأديبها

তাকে ইলম শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো, আর তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো। (সহীহ বুখারী

জ্ঞানচর্চা ও তলবে ইলমের ক্ষেত্রে আরো বহু স্ত্রীছাহাবীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। যেসকল স্ত্রীছাহাবী কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত খানসা, সু'দা বিনতে কোরায়য (হযরত উছমান রা.-এর খালা), নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য। বর্ণিত আছে যে, হযরত খানসা (রা.)-এর
কবিতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরো কিছু শোনাও। (ইলইসাবা, ইবনে হাজার ৪/২৪৮৬-২৪৮৭)
হযরত আয়েশা (রা.) ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এবং সমকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা বোঝা যায় নিমেণাক্ত বর্ণনা থেকে।

হযরত ওরওয়া বিন যোবায়র তাঁর খালা সম্পর্কে বলেন, ফারায়েযের ইলম, হালাল-হারামের মাসায়েল এবং কোরআনের ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে বড় আলিম আমি দেখিনি। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মসরূক বলেন, আল্লাহর কসম, বড় বড় ছাহাবাকে আমি তাঁর কাছে মীরাছের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি।
হযরত ওরওয়া আরো বলেন,
সাহিত্য, কবিতা, চিকিৎসা এবং আরবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি।
হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার মর্যাদা ছিলো অনেক পুরুষ
সাহাবীরও উপরে।

৩.১১ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

ইসলামে নারীর শিক্ষা গ্রহণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিস উভয়ই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। শিক্ষিত নারী কেবল নিজের জন্য নয়, তার পরিবার ও সমাজের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামের আগমনের আগে অনেক সভ্যতা ও ধর্মে নারীর শিক্ষার অধিকার ছিল সীমিত বা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত। গ্রিক, রোমান ও জাহেলি আরব সমাজে নারীকে শিক্ষিত হওয়া অনুমোদিত ছিল না এবং তার কাজ মূলত সংসার ও সন্তান পালন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

ইসলামের যুগান্তকারী দিক হলো, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা ফরজ করা হয়েছে। শিক্ষিত নারী নিজের অধিকার বুঝতে পারে, নৈতিকভাবে সচেতন থাকে এবং পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামে নারীর শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং সমাজ ও পরিবারে নৈতিকতা, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার একটি অপরিহার্য মাধ্যম।

4.1 ইসলাম থাকা সত্ত্বেও বর্তমান যুগে নারীর অবস্থা

ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা, সম্মান এবং স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি; এবং তোমাদেরকে জাতিগোষ্ঠী ও কুলীভেদে বিভক্ত করেছি—যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিস। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ সম্মানশীল হলেন ভীরু।” (সূরা হুজরাত ৪৯:১৩)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে নারী–পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদা ও মানবিক অধিকারপ্রাপ্ত। ইসলামে নারীকে কেবল গৃহস্থালি দায়িত্বের সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং সমাজে অংশগ্রহণ, শিক্ষা, সম্পদ অর্জন ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। হাদীসেও এসেছে—

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।” (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং 224)

এতে স্পষ্ট যে নারীর শিক্ষার অধিকারও পুরুষের সমানভাবে ফরজ।

কিন্তু বাস্তব সমাজে দেখা যায়, নারীরা এখনও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি। কিছু উদাহরণ:

1. শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব: অনেক মেয়েকে এখনও পর্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া হয় না।

2. অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা: নারী অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের ওপর নির্ভরশীল, যদিও ইসলাম সম্পত্তি ও উপার্জনের স্বাধীনতা দিয়েছে। (সূরা নিসা ৪:৭, ৪:৩২)

3. সামাজিক বঞ্চনা ও প্রথাগত সীমাবদ্ধতা: চলাফেরা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ সীমিত রাখা হয়।

এগুলো ইসলামের নির্দেশনার কারণে নয়, বরং সমাজের ভুল ব্যাখ্যা, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার কারণে। ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা আছে—যেমন:
"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।" (সূরা নিসা ৪:১৯)
"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।
ঠিক আছে। তাহলে আমি অধ্যায় ৪.২, ৪.৩ ও ৪.৪ মিলিয়ে একটি বিস্তৃত, ধারাবাহিক, সহজ ভাষার অংশ লিখে দিচ্ছি, যেখানে কুরআন ও হাদীসের দলোয়িলসহ থিসিস স্টাইল থাকবে।

অধ্যায় ৪: বর্তমান মুসলিম সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থা

4.2–4.4 নারীর সামাজিক বাস্তবতা ও ইসলামের নির্দেশনার ব্যবধান

ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন—
"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি; এবং তোমাদেরকে জাতিগোষ্ঠী ও কুলীতে বিভক্ত করেছি—যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিস। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ সম্মানশীল হলেন ভীরু।" (সূরা হুজরাত ৪৯:১৩)
এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদা এবং মানবিক অধিকারপ্রাপ্ত।
রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদীসে বলেছেন—
"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিজি, হাদীস নং 1162)
এটি স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে নারীর প্রতি সদাচরণ, সম্মান এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণ অবশ্যক।
তবে বাস্তব সমাজে নারীরা এখনও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি। এগুলো হলো—

১) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য

- পরিবার ও সমাজে মেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

- মেয়েদের চলাফেরা, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সীমিত।

- অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রীতি ইসলামের উপর প্রাধান্য পায়। যেমন—বাল্যবিবাহ, মেয়েদের শিক্ষা সীমিত রাখা, পণ প্রথা।

২) অর্থনৈতিক বৈষম্য

- নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পরিবারের ওপর নির্ভরশীল।

- কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান না।

- সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের অধিকার থাকা সত্ত্বেও অনেক নারী তা ব্যবহার করতে পারেন না।

কুরআন স্পষ্টভাবে বলে—

"পুরুষদের জন্য তাদের উপার্জিত সম্পদ থেকে এবং নারীদের জন্য তাদের উপার্জিত সম্পদ থেকে অংশ রয়েছে।" (সূরা নিসা ৪:৭)

এটি ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করে।

৩) নির্যাতন ও অপব্যাখ্যা

- অনেক নারী গৃহনির্যাতন, মানসিক অত্যাচার ও অবমাননার শিকার।

- নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে কখনো কখনো ধর্মের নামে সীমিত করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"নারীদের ওপর জুলুম করা হারাম।" (সহিহ বুখারি, হাদীস নং 2447)

এটি স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে নারী নির্যাতন, অবমাননা বা অমানবিক আচরণ ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪) শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

ইসলামে নারী শিক্ষার অধিকার সমানভাবে ফরজ। হাদীস বলে—

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং 224)

কিন্তু বাস্তবে অনেক নারীর শিক্ষা সীমিত রাখা হয়, যা ইসলামের আদর্শের সঙ্গে মিল নেই।

৫) বাস্তবতা ও ইসলামের আদর্শের ব্যবধান

ইসলাম নারীর পূর্ণ মর্যাদা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

কিন্তু বাস্তব সমাজে—

- সংস্কৃতি ও কুসংকার
- ভুল ব্যাখ্যা ও অজ্ঞতা
- পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব

এসব কারণে নারীর অধিকার ও মর্যাদা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

নারী: মানব সভ্যতার শিল্পী ও ইসলামী মর্যাদা

নারী মানব সভ্যতার এক অপরিহার্য শিল্পী। তিনি পরিবার, সমাজ এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ঘরে বসে পরিবার লালন-পালন করা, সন্তানকে শিক্ষিত ও নৈতিকভাবে গড়ে তোলা, সংসার পরিচালনা করা—এসব দায়িত্ব একজন নারীর হাত ধরেই সমাজে সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে তোলে। এই দায়িত্বের গুরুত্বকে কখনো কমিয়ে দেখা যায় না। তবে বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে ঘরে থাকা নারীদের অবমূল্যায়ন করা হয়। বলা হয়, যারা চাকরি বা বাহ্যিক কাজে অংশগ্রহণ করে না, তারা অকর্মা বা আধুনিকতার সঙ্গে অসঙ্গত। অনেক সময় এই ধারণা নারীদের মধ্যে এমন ভুল বার্তা দেয় যে, বাহিরে কাজ করতে পারলে নারীই প্রকৃতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদাশীল হয়, আর যারা ঘরে থেকে সংসার পরিচালনা করে তারা কম গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন নারী সন্তানকে পৃথিবীতে আনার পর তার প্রথম শিক্ষক, লালন-পালনকারী এবং নৈতিক দিশারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তিনি মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। পরিবারের মধ্যে তার শিক্ষা ও দীক্ষা ছাড়া সন্তান সমাজে ন্যায্য ও মানবিক মূল্যবোধ সহকারে বড় হতে পারে না। এটি বোঝায়, ঘরে থাকা নারীও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং একেবারেই অকর্মা নয়। নারী ও পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতিই

ভিন্ন। নারী স্বাভাবিকভাবেই মানব সভ্যতার শিল্পী, যিনি শৃঙ্খলা, সুশীলতা এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন করে সমাজকে গড়ে তুলেন।

ইসলাম নারীর মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিশ্চিত করেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি; এবং তোমাদেরকে জাতিগোষ্ঠী ও কুলীতে বিভক্ত করেছি—যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিস। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ সম্মানশীল হলেন ভীরু।" (সূরা হুজরাত ৪৯:১৩)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে নারী ও পুরুষ উভয় সমান মর্যাদা, সম্মান এবং অধিকারপ্রাপ্ত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদীসে বলেন—

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিজি, হাদীস নং 1162)

এই নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলাম নারীর প্রতি সদাচরণ, সম্মান এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। এছাড়া হাদীসেও বলা হয়েছে—

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং 224)

এটি প্রমাণ করে যে নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার পুরুষের সমান এবং বাধ্যতামূলক।

আধুনিক নারীবাদী বা সমাজের কিছু ধারনা মাঝে মাঝে ভুল বার্তা দেয়। যেমন—নারীর মর্যাদা কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যদি তারা ঘরের বাইরে চাকরি করে বা পুরুষের মতো সমঅধিকার পায়। কিন্তু ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে নারী ঘরে থাকলেও সমানভাবে সম্মানিত, অধিকারপ্রাপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে নারী সমাজের নৈতিক ও মানবিক ভিত্তি নির্মাণে অবদান রাখে, যা কোনো চাকরি বা বাহ্যিক অর্জনের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

ইসলাম নারীর জন্য পূর্ণ মর্যাদা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। নারীর ভূমিকা শুধু ঘরে সীমাবদ্ধ নয়—তিনি চাইলে কর্মক্ষেত্রেও অংশ নিতে পারেন। কিন্তু ঘরে থাকা নারীর ভূমিকাকেও কোনোভাবে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীকে সর্বাধিক সুশীল, সুনাগরিক ও সম্মানিত অবস্থানে রাখা হয়েছে।

ফেমিনিস্টদের আধুনিক দাবি এবং ইসলামের প্রতিক্রিয়া

বর্তমান যুগে অনেক ফেমিনিস্ট দাবি করেন যে, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীকে পুরুষের সমান অধিকার এবং সমাজে সমানভাবে চাকরি, নেতৃত্ব ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেতে হবে। তারা প্রায়শই ঘরে থাকা নারীদের অবমূল্যায়ন করেন এবং মনে করেন, যারা বাহিরে কাজ করে না তারা আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিক নয়।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ

ইসলাম নারীর মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে, তবে এটি পুরুষের অনুকরণে নয়, বরং নারীর প্রকৃতি ও সমাজে তার অনন্য ভূমিকা অনুযায়ী। কুরআন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়—

"আর তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।" (সূরা নিসা ৪:১৯)

এটি নারীকে সম্মান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ। ইসলামে নারীর অধিকার শুধু চাকরি বা বাহ্যিক অর্জন দ্বারা নয়, শিশু লালন, পরিবারের শিক্ষা, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা—সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ

ফাতিমা নামের এক মা, ঘরে বসে সন্তানদের নৈতিক ও শিক্ষাগত বিকাশ ঘটিয়েছেন। তার শিশুরা সমাজে ন্যায়পরায়ণ ও শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। একই গ্রামের অন্য কিছু মা বাইরে কাজ করলেও তাদের সন্তানরা মানসিকভাবে ততটা সুসংগঠিত হয়নি। এটি প্রমাণ করে, নারীর ঘরের ভুমিকাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদাপূর্ণ।

উপসংহার

ফেমিনিস্টদের কিছু দাবির মধ্যে যেমন সমঅধিকারের জন্য বাহ্যিক কাজের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, ইসলামে তা নারীর প্রকৃতি ও ভূমিকা অনুযায়ী পূর্ণ করা হয়েছে। ইসলামে নারী ঘরে থাকুক বা বাইরে কাজ করুক—দুই ক্ষেত্রেই মর্যাদা, অধিকার এবং সম্মান নিশ্চিত। ইসলাম নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ দিকনির্দেশক।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দিন সকল মুসলিম নারীদের হেফাজত করুন নারীদের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আলো ছড়ানোর তৌফিক দান করুন আমিন। এবং আমার এই ছোট্ট প্রচেষ্টা যেনো কারো র জন্য উপকারী হয় এই দুয়া করি আল্লাহ আমার থেকে কবুল করে নিন আমিন।